জেলা: নারায়নগঞ্জ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(দেওয়ানী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন

দেওয়ানী রিভিশন নং ৮০৬/২০১৩

পক্ষগণঃ

মোঃ তারা মিয়া মারা যাওয়ায় তাঁর উত্তরাধিকারীগণ
মোঃ মোজাম্মেল হক গং
.....প্রিয়েমটি-আপীল্যান্ট-দরখাস্তকারীগণ

-বনাম-

আব্দুল গফুর গং
..... প্রিয়েমটর-রেসপনডেন্ট-প্রতিপক্ষগণ

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ

কেউই উপস্থিত হয় নাই
.....দরখাস্তকারীগণের পক্ষে
জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান
..... প্রতিপক্ষগণের পক্ষে

শুনানীর তারিখ: ১৭.০১.২০২৪ ও ৩১.০১.২০২৪
রায় প্রদানের তারিখ: ১০.০৬.২০২৪

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন:

প্রিয়েমটি-আপীল্যান্ট-দরখাস্তকারীগণ কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) এর বিধান মতে দাখিলকৃত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষগণের প্রতি কারণ দর্শানোপূর্বক রুল জারী করা হয়, যা নিম্নরূপ:

> *"Let the records be called for and a rule issue calling upon the opposite party No.1 to show cause as to why the judgment and order complained of in the petition moved in Court today should not be set aside and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper."*

প্রিয়েমটি-আপীল্যান্ট-দরখাস্তকারীগণের মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নালিশী জমা জমির মালিক ছিলেন টেনু শেখ। টেনু শেখ নালিশী জমিতে মালিক দখলকার থাকাবস্থায় মারা গেলে

তার ০১ পুত্র ইছব আলী ও ৩ কন্যা নেকজান, হালিমন ও রওশন বিবি ওয়ারিশ থাকে। ইছব আলী মারা গেলে তার ০৩ পুত্র মজহর ও ৩/৪ নং তরপছানী এবং ৩ নং কন্যা ৫-৭ নং তরপছানী ওয়ারিশ থাকে । টেনু শেখের কন্যা হালিমুন মারা গেলে ০১ পুত্র ২ নং বিক্রেতা তরপছানী এবং ০১ কন্যা ইদিনা বিবি ওয়ারিশ থাকে। ইদিনা বিবি তাহার অংশ মজহর বরাবরে হস্তান্তর করেন। সেমতে মজহর নালিশী জমা-জমির শরীক হিসেবে নালিশী জমি ভোগ দখলকার থাকেন। ২ নং বিক্রেতা তরপছানী মজহেরর অজ্ঞাতে বিনা নোটিশে গত ২০/০২/২০০০ ইং তারিখের ১৫০৭ নং দলিলে নালিশী জমি ১ নং ক্রেতা তরপছানীর নিকট বিক্রয় করেন। ১ নং ক্রেতা তরপছানী ২২/০২/২০০১ ইং তারিখে নালিশা জমির দখল দাবী করলে মজহরের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি উক্ত দলিলের কথা প্রকাশ করেন। অতঃপর মজহর গত ২৫/০২/২০০১ ইং তারিখে তর্কিত দলিলের সইমোহরী নকল সংগ্রহ করে তর্কিত দলিলের বিষয়ে জানতে পারে। মজহর দলিলের নকল তুলে দেখতে পান যে, মজহরকে অগ্রক্রয়ের অধিকার হতে বঞ্চিত করার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা তরপছানী পরস্পর যোগসাজসে তর্কিত দলিলটি একটি এওয়াজ দলিল হিসেবে লিপিবদ্ধ করেছেন। মজহর অনুসন্ধানে আরও জানতে পারে যে, উক্ত ২০/০২/২০০১ ইং তারিখেই বিক্রেতা তরপছানী যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই সম্পত্তি ঐদিনই ক্রেতা তরপছানার আত্মীয় এর বরাবরে সাফ কবলামূলে ফেরত প্রদান করেছেন। মজহর নালিশী জমায় পৈত্রিক ওয়ারিশসুত্রে শরীক। নালিশী জমি বিক্রয়কালে মজহরকে জানানো হয় নাই। তর্কিত দলিলটি একটি সম্পূর্ণ বিক্রয় দলিল। নালিশী সম্পত্তি মজহরের খুবই প্রয়োজন। ক্রেতা তরপছানী নালিশী জমায় বহিরাগত। মজহরের সমুদয় জমি-জমার পরিমান ২৫ বিঘার কম। নালিশী জমি ছাড়া মজহরের চাষাবাদের ও চলাফেরার অসুবিধা হবে। সেমতে মজহর অগ্রক্রয়ের প্রার্থনায় মূল মামলাটি দায়ের করেন।

পক্ষান্তরে, ১ নং ক্রেতা তরপছানী/ আপীলকারী লিখিত আপত্তি দাখিল করে দাবী করেন যে, মোকদ্দমাটি রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৬(১০)(২) ধারা মোতাবেক অচল । তরপছানীপক্ষের লিখিত আপত্তির প্রধান দাবী হলো, নালিশী দলিল একটি এওয়াজ বিনিময় দলিল। নালিশী জোতের মালিক ঢেউ শেখের এক ওয়ারিশ দারোগ আলী নালিশী ৬.৫০ শতক জমিতে ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় ২০/০২/২০০১ ইং তারিখের ১৫০৭ নং দলিল মূলে নালিশী জমি ১ নং ক্রেতা

তরপছানী বরাববারে হস্তান্তর করেন এবং উক্ত হস্তান্তরের বিনিময়ে ১ নং ক্রেতা তরপছানী রুপগঞ্জ থানাধীন আমলার মৌজার ৩০০ নং খতিয়ানে ৬৭৫ দাগের ০১৩ শতক জমি ২৩ নং তরপছানী দারোগ আলীকে প্রদান করেন। ২ নং তরপছানী দারোগ আলী নগদ টাকার প্রয়োজন হওয়ায় উক্ত ০৩ শতক জমি একই তারিখের ১৫০৯ নং দলিল মূলে মোঃ লাল মিয়া বরাবরে ক্রয় করেন। নালিশী দলিল কোন কলারাবেল ট্রানজেকশন নয়। ২ নং তরপছানী দারোগ আলী উক্ত ০৩ শতক জমি ১ নং তরপছানী বরাবরে হস্তান্তর করেননি। একই তারিখে হস্তান্তর করতে আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা না থাকায় মামলাটি রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন মোতাবেক মঞ্জুরযোগ্য নয়। তর্কিত হস্তান্তরটি আদৌ সম্পূর্ণ খরিদা নয়। ইহা একটি বিনিময় দলিল। নালিশী জমি তরপছানীর খুবই প্রয়োজন । বর্ণিত অবস্থায় মূল মামলাটি না-মঞ্জুরযোগ্য।

বিচারিক আদালত প্রিয়েমটির প্রিয়েমশন দরখাস্ত এবং প্রিয়েমটরের লিখিত আপত্তি বিশ্লেষণকরত: নিম্নবর্ণিত বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করেন:

১। অত্রাকারে ও প্রকারে প্রার্থীর অত্র অগ্রক্রয়ের আবেদন চলতে পারে কিনা?

২। প্রার্থীর অত্র আবেদন তামাদিতে বারিত কিনা?

৩। প্রার্থীর অত্র আবেদন পক্ষদোষে বারিত কিনা?

৪। প্রার্থীত মতে প্রার্থী নালিশী ভূমি অগ্রক্রয়মূলে পেতে পারে কিনা?

অতঃপর, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরতঃ অগ্রক্রয়ের মামলাটি দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর করেন। বিচারিক আদালতের উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে প্রিয়েমটি বিজ্ঞ জেলা জজ, নারায়নগঞ্জ সমীপে মিস আপীলী নং ৩০/২০০৭ দায়ের করেন। বিজ্ঞ জেলা জজ উক্ত আপীলটি গ্রহণকরতঃ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকরতঃ উহা নিষ্পত্তির নিমিত্ত বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ, অতিরিক্ত আদালত, নারায়ণগঞ্জ বরাবর প্রেরণ করেন। অতঃপর, উভয়পক্ষকে শুনানীঅন্তে বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা আপীলটি না-মঞ্জুর করেন। আপীল আদালতের উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হয়ে প্রিয়েমটি দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) ধারা মোতাবেক দাখিলী দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বর্ণিত রুল জারী করা হয়।

উক্ত মামলা শুনানীকালে দরখাস্তকারীর পক্ষে কেউ উপস্থিত হয়নি।

প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান নিবেদন করেন যে, বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণকরতঃ এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রিয়েমটর তার দাবী প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং সঙ্গত কারণে, বিচারিক আদালত অগ্রক্রয়ের মামলাটি আইনসঙ্গতভাবে মঞ্জুর করেছেন। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, আপীল আদালত স্বাতন্ত্রিক, স্বাধীন ও নির্মোহভাবে উভয়পক্ষের উপস্থাপিত মৌালিক ও দালিলিক সাক্ষ্য বিচার বিশ্লেষণকরতঃ আপীলটি না-মঞ্জুর করেছেন যা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিধায় এতে হস্তক্ষেপ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ পরিলক্ষিত হয় না।

এখন দেখতে হবে, তর্কিত রায় ও আদেশ আইনতঃ রক্ষণীয় কিনা।

উভয়পক্ষের উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য, নথিতে রক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তথ্যাদি আইনের সত্যিকার দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা হলো। বিচারিক আদালত এর রায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, প্রিয়েমটরের আনীত অগ্রক্রয়ের মামলাটি আইনতঃ রক্ষণীয় এবং উহা তামাদি দোষে বারিত নয়। তাছাড়া, অগ্রক্রয়ের মামলাটি পক্ষদোষে দূষিত নয়।

বিচারিক আদালত উভয়পক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ বিচার বিশ্লেষণকরতঃ অভিমত পোষণ করেন যে, তর্কিত দলিলটি একটি বিনিময় দলিল নয় বরং ইহা একটি বিক্রয় দলিল। আপীল আদালত উভয়পক্ষের সাক্ষ্যসাবুদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণকরতঃ বিচারিক আদালতের রায় ও আদেশের সাথে সহমত পোষণ করে উল্লেখ করেন যে, তর্কিত দলিলটি বিনিময় দলিল নয়। এই প্রসঙ্গে আপীল আদালতের রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উল্লেখ করা প্রণিধানযোগ্যঃ

> *"অত্র মামলার উভয়পক্ষই তর্কিত দলিলের সহি মোহরী নকল (প্রদর্শনী-১ ও প্রদর্শনী-ক) দাখিল করিয়াছেন। উহা পর্যালোচনা করিলাম। দলিলটি এওয়াজ বদল বা বিনিময়পত্র দলিল হিসেবে সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রিকৃত হইয়াছে মর্মে দলিল দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়। মজহর/প্রতিপক্ষের দাবী হইল, মজহরকে অগ্রক্রয়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত করার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা তরপছানী দলিলটি বিনিময়*

দলিল হিসেবে সম্পাদন করিলেও দলিলটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিক্রয় দলিল। কেননা বিক্রেতা তরপছানী একই তারিখে তর্কিত দলিলমূলে যে জমি প্রাপ্ত হন, তাহা মজহরের আত্মীয় জনৈক লাল মিয়া বরাবর ১৫০৯ নং দলিল মূলে হস্তান্ত করেন। মজহর/প্রতিপক্ষ তাহার দাবীর সমর্থনে উক্ত দলিল দাখিল করিয়াছেন। দলিলটি তরপছানী/আপীলকারীপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত উক্ত দলিল ০২টি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ২নং বিক্রেতা তরপছানী তর্কিত ১৫০৯ নং দলিল মূলে জনৈক লাল মিয়া বরাবর হস্তান্তর করেন। অত্র বিষয়ে ১নং তরপছানী মোঃ তারা মিয়া মজহর পক্ষের জেরায় বলেন আমি দারোগ আলীকে (বিক্রেতা তরপছানী) কত টাকা দিয়াছে স্মরণ নাই। আমার ছেলে বলিতে পারবে। যে তারিখে দারোগ আলি খতি করেছে ঐ তারিখেই জমি তিনি আমার ভাই লাল মিয়ার নিকট বিক্রয় করেছে। তরপছানী/আপীলকারী পক্ষের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তর্কিত দলিলের জমি বাবদ ১নং ক্রেতা তরপছানী ২নং বিক্রেতা তরপছানীকে পনমূল্য প্রদান করিয়াছেন। উপরন্ত বিক্রেতা তরপছানী নালিশী দলিলমূলে যে জমি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা ঐ দিনই ক্রেতা তরপছানীর ভাইয়ের বরাবর হস্তান্তর করিয়াছেন। ১নং ক্রেতা তরপছানীর স্বীকারোক্তি মতে তর্কিত দলিলেল পনমূল্য প্রদত্ত হওয়ায় এবং তর্কিত দলিলমলে বিক্রেতা তরপছানী যে জমি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে জমি একই দিনে ক্রেতা তরপছানীর ভাইয়ের বরাবরে হস্তান্তর করার তর্কিত দলিলটি আপাতঃ দৃষ্টিতে বিনিময় বা এওয়াজ দলিল মর্মে সম্পাদিত দৃষ্ট হইলেও দলিলটি প্রকৃতপক্ষে এওয়াজ বা বিনিময় দলিল নহে। এবং উহা একটি বিক্রয়ের কবলা দলিল মর্মে অত্র আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। মজহর/প্রতিপক্ষকে অগ্রক্রয়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা তরপছানী পরস্পর যোগসাজসিকভাবে তর্কিত দলিলকে বিনিময় দলিল হিসেবে সম্পাদন করিয়াছে মর্মেও অত্র আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইয়াছে। যাহা হউক, তর্কিত দলিলটি বিক্রয়ের দলিল মর্মে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি রাষ্ট্রিয় অধিগ্রহন ও প্রজাস্বত্ব আইনের ১৬(১০)(২) ধারা মোতাবেক বারিত নহে। স্বীকৃত মতে মজহর/প্রতিপক্ষ নালিশী জমায় ওয়ারিশগণকে শরীক এবং ক্রেতা তপছিলী নালিশী জমায় বহিরাগত মূল মামলার তামাদি ও পক্ষ কোন বিষয়ে তরপছানী/আপীলকারী পক্ষ

হইতে কোন দাবী উত্থাপন করা হয় নাই। ফলে মজহর/প্রতিপক্ষ অত্র মোকদ্দমায় প্রার্থীত প্রতিকার পাইতে সম্পূর্ণরূপে হকদার। বিজ্ঞ নিম্ন আদালত মূল মোকদ্দমা মঞ্জুর করিয়া যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তিনি আইনগত ও তথ্যগত কোন ভুল করেন নাই মর্মে প্রতীয়মান হয়। ফলে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোন যুক্তিসংগত কোন কারন নাই। বরং উহা বহাল ও বলবৎযোগ্য হইতেছে।"

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১নং ক্রেতা তরপছানী ২ নং বিক্রেতা তরপছানীর নিকট পণ্যের বিনিময়ে নালিশী ভূমি হস্তান্তর করেছেন এবং একই দিন ১ নং তরপছানী তার আপন ভাই বরাবরে হস্তান্তর করেছেন। আপাততঃ দৃষ্টে উক্ত দলিলটি বিনিময় দলিল হলেও অত্র মোকদ্দমার উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য এবং অত্র মোকদ্দমার ঘটনা, অবস্থা ও প্রেক্ষাপট বিচার-বিশ্লেষণ করতঃ অত্র আদালত অভিমত পোষণ করে যে, তর্কিত দলিলটি প্রকৃতপক্ষে সাফ-কবলা দলিল বিধায় অগ্রক্রয়ের মামলাটি আইনতঃ রক্ষণীয়। সঙ্গত কারণে, উভয় আদালতের যৌথ সমাপাতনে হস্তক্ষেপ করার কোন দৃশ্যমান কারণ নাই। ফলে রুলটি ব্যর্থ।

এতএব, আদেশ হয় যে, বর্ণিত রুলটি বিনা খরচায় discharge করা হলো। অত্রাদালত কর্তৃক জারীকৃত ইতোপূর্বেকার স্থগিতাদেশ ও স্থিতি অবস্থার আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

নিম্ন আদালতের নথিসহ অত্র রায়ের কপি জরুরী ভিত্তিতে নিম্ন আদালতে প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি মোঃ জাকির হোসেন

নাছের
পিও